ধর্মের আধ্যাত্মিক এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষন
-বিপ্লব

(১)

ব্যাবসার মূলসূত্র-চাহিদা এবং যোগান। এবং ধর্মের একটা চাহিদা তো আছেই-সেটা সমাজবিজ্ঞানেও স্বীকৃত।

ধর্ম মানে ধৃ+অনট। অন্যথায় যা আমাদের 'ধরে' রাখে। ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং। আমরা কি তরল যে আমাদের বাটিতে ধরে রাখতে হবে? অনেকটা তাই। বাচ্চাদের মানুষ করার সময়-অনেক 'না' এর প্রাচীর তুলে-আমরা তাকে মানুষ করি। কারন বাচ্চাদের সবকিছুতেই হ্যাঁ। ইহারে কয় নীতিজ্ঞান। যা বাল্যে এক যৌবনে আলাদা। পিতা বাল্যে শেখান সৎ থাক বেটা-তারপর যখন পেনশন মেলে না। যা ওকে গিয়ে ঘুঁষ দিয়ে আয় নইলে যে খাইতে পাই না। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা-জৈবধর্মের চাপে বেঁচে থাকাটাও বড় দায়-কি কঠিন কি কঠিন ! পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েও ঘুঁষ না দিলে পেটে ভাত নেই! পেটে ভাত না থাকলে, বেঁচে না থাকলে কিসের হিন্দুত্ব, কিসের ইসলাম? তাই দার্শনিকরা বলেন সব ধর্ম, সব দর্শনের শেষ কথা মানুষ। পেটে ভাত না থাকলে কেওই ঈশ্বর বা আল্লার কথা শোনে না। দর্শনের ভাষায় মানুষ হচ্ছে সিংগুলারিটি পয়েন্ট। যেখান হইতে সব দর্শনের শুরু এবং শেষ।

আমাদের মতন তরল মানুষকে ধরে রাখতে ধর্মের বাটিতো তৈয়ার হইল! মানে টা কে? না কি মানা সম্ভব?

এটা একটু গুরুত্ব দিয়ে ভেবে দেখতে হয়। প্রতিটা মুহূর্তে আমরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। অধিকাংশ সিদ্ধান্তেই ভাবতে হয় না। খাওয়া, ঘোরার মতন সহজ নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। সমস্যা শুরু যেমূহুর্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া বেশ কঠিন। চাকরি হচ্ছে না-দেশ ছেড়ে যেতে হবে! সেটাও সহজ। জৈবিক প্রেরণা মাত্র। ধরুণ বাবা দেশে রোগশয্যায়। বাপের একমাত্র ছেলে। দেশে ফিরলে বিদেশের লোভনীয় চাকরি হাতছাড়া। কি সিদ্ধান্ত নেব আমি? কি ভাবে নেব? কিংবা বনিবনা হচ্ছে না। ডিভোর্সের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ছেলেমেয়ে হাতছাড়া হওয়ার সম্ভবনা। কি করি আর-তখন কোথায় যায়?

ঠিক এই কঠিন সময়গুলোর মধ্যেই মানুষ তার অস্তিত্ব টের পায়। প্রশ্ন করে-আমি কে? আমার জীবনের উদ্দেশ্য কি? কেন ই বা এই বেঁচে থাকা। এই প্রশ্নসমূহ মানুষ যেভাবে উত্তর দিচ্ছে সেটাই তার ধর্ম। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে এই মূল প্রশ্নগুলি মানুষ দায়ে পড়ে খুঁজে চলেছে। তাই পৃথিবীতে ছশোকোটি লোকের ছশোকোটি ধর্ম। কোন দুটো মুসলমান পাবেন না যাদের কাছে ইসলামের সংজ্ঞা এক। হিন্দু ধর্মে আরো বৈচিত্র। পৃথিবীর প্রতিটা মানুষের নিজস্ব ধর্ম আছে-যা কিছুটা ঠেকে শিখেছে, কিছুটা জৈব ধর্ম পালনে লাগে, কিছুটা সমাজ/পরিবার/ধর্ম/ট্রাডিশন

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ইত্যাদি থেকে ধার করা।ভারত এবং মুসলিম দেশগুলি থেকে ইন্টারনেটে সেক্স সার্চ সবথেকে বেশী হয়। এসব আবার ধর্মের দেশ। ধর্মগ্রন্থে যাই লেখা থাক-সেই জৈবধর্ম ই কিন্তু তাকে নিয়ন্ত্রন করছে। কিন্তু জনসমকক্ষে নিজের উচ্চমূল্যায়নের জন্যে বলবে-তসলিমা পর্নো লেখক, সাদা মেয়েরা সব বেশ্যা। আর এইসব 'সাদা বেশ্যাদের' গেলার জন্য ইন্টারনেটে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটাচ্ছে। জৈবধর্মের সাথে সামাজিক হিন্দু এবং ইসলাম ধর্মের দ্বন্দ-প্রতিটা মানুষের চেতনায়। এই দ্বিচারিতার জন্যেই তাদের নৈতিক অবমূল্যায়ন হয়। এবং মানুষ যখন দেখে আধ্যাত্মিক পথে থেকে ভাত নেই, যৌনতার দাবি মিটছে না-তখন ধর্ম বলতে সে তার ধর্মীয় পরিচয়টাকেই শুধু আঁকরে ধরে।

আবার সমাজগঠনে আইন লাগে। সবাই স্বাধীনচিন্তা করলেইত হলো না-সামাজিক নীতিগুলি মানুষ অনুসরণ না করলে, রাষ্ট্রের মতন এত জটিল সামাজিক সংগঠনের জন্ম হবে কি ভাবে? এ কথা ঠিক যে কোরানে বা গীতায় আল্লা বা কৃষ্ণের আচরন একদম সুপার মাফিয়ার মতন। যিনি একাধারে কঠোর শাস্তি দেন, শাস্তির ভয় দেখান আবার মাফিয়া সুলভ ক্ষমা প্রদর্শন ও করেন। কিন্তু সেই সময় এটা না করলে রাষ্ট্রের জন্মই হত না। বিপ্লব পালের সুপার যুক্তিপূর্ন বৈজ্ঞানিক আইন বললে বিপ্লব পালের বৌই শুনতে চাই না-তো পাড়া প্রতিবেশী। রাষ্ট্র অনেক দূর! মাঝে মাঝে ভাবি শালা নাস্তিক হয়ে কি ভুলটাই না করেছি। আস্তিক হলে নিজের ইচ্ছাটা সুপারমাফিয়া ঈশ্বরের নামে চালিয়ে বৌকে কি সুন্দর বাগে রাখা যেত! যখন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ছিল না-সংবাদপত্র ছিল না-রাষ্ট্র গঠনে ধর্মের এই নীতিগুলি ছিল অপরিহার্য্য। বৃটিশ কলোনিয়াল শাসনে এইসব ধর্মীয় আইন এশিয়া থেকে প্রায় উঠে গিয়েছিল। বৃটিশরা চলে যেতেই মিশর থেকে ইন্দোনেশিয়াতে এখন মধ্যযুগীয় ইসলামিক আইনের রমরমা। নেহেরু নাস্তিক ছিলেন বলে, ভারতে অন্তত হিন্দু আইন আটকিয়ে ধর্ম নিরেপেক্ষ আইন হিন্দুদের জন্য চালু করেন। ভারতীয় মুসলিমদের অবশ্য সেই মধ্যযুগীয় আরব আইন-যা শরিয়া নামে পরিচিত-সেই অন্ধকূপেই ফেলে রাখা হয়েছে। ইদানিং আবার মুসলমানদের আরেকটা গ্রুপ- 'আধুকিনতার' সংজ্ঞা নিয়ে ঝড় তুলতে চান। ভারতে বিজেপির একটা গ্রুপ ও এই 'আধুনিকতা' বনাম পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ধুলোয় নিজেদের দাম বাড়ানোয় ব্যাস্ত। এদের বক্তব্য পাশ্চাত্যের খাও-পিও-উদার যৌনতার স্বাধীনতা প্রাচ্য আধুনিকতার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।

এটাও মধ্যযুগীয় ধর্ম ব্যাবসা টেকানোর জন্য অপপ্রচার। কারন বৃটিশ আইনের ভিত্তি মিল, বেন্থমের ধর্মনিরেপেক্ষ রাষ্ট্র। যাদের রচনায় 'ব্যাক্তিস্বাধীনতা' এবং রাষ্ট্রের প্রতি ব্যাক্তির দ্বায়িত্ব নিয়ে অসংখ্য বিশ্লেষন আছে।পাশ্চাত্যেও ব্যাক্তিস্বাধীনতা অবাধ নয় এবং মিল বা বেন্থাম কেও ই অবাধ ব্যাক্তি বা যৌন স্বাধীনতার পক্ষে সওয়াল করেন নি।বৃটিশ বা আমেরিকান আইনেও অবাধ যৌন স্বাধীনতা কাওকে দেওয়া হয় নি। বৃটিশ আইনে ব্যাক্তিস্বাধীনতা ততটুকুই দেওয়া আছে যা রাষ্ট্র এবং ব্যাক্তি উভয়ের বিকাশ নিশ্চিত করে। সুতরাং পাশ্চাত্যে অবাধ যৌনতা এবং ব্যাভিচারের ধুয়ো তুলে যেভাবে শরিয়া আইনের পক্ষে একদল লোক লাঠি নিয়ে মাঠে নেমেছে-তারা নিশ্চিত ভাবেই ধর্মনিরেপেক্ষ রাষ্ট্র এবং আইনের দর্শন নিয়ে নিরক্ষর। এবং ধর্ম ব্যাবসায়ী।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

নাস্তিকদের বৃহত্তম ফোরাম হচ্ছে রিচার্ডডকিন্স ফোরাম। সেখানেই আজকাল বেশী তর্কযুদ্ধ করি-কারন মেম্বারদের জ্ঞান খুব উচ্চমানের।সেখানেও কেও কারুর কথা মানতে চাইছে না।আস্তিকতা নাস্তিকতা-লোকে যাতেই বিশ্বাস করুক না কেন, সমাজ গঠনের জন্য নুন্যতম ঐক্যবদ্ধ সামাজিক আইন তৈরী করতে না পারলে, সেই দর্শনের কোন বাজার মূল্য নেই। অধিকাংশ নাস্তিক, ধর্মকে এত ভয় পান-যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সামাজিক আইন তৈরীতেও রাজী নন! 'যেমন খুশি তেমন ভাব' এই দিয়ে সাহিত্য হয়-রাষ্ট্র তৈরী হয় না। আস্তিকতা এবং নাস্তিকতার বয়স সমান। কিন্তু আস্তিকতা রাজত্ব করছে? কেন? কারন -একমাত্র কমিনিউস্টদের বাদ দিলে, নাস্তিকরা কোন সামাজিক শক্তি তৈরী করতে পারে নি। পৃথিবীতে নাস্তিকরা যেটুকু রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করেছে সেটুকু কম্যুনিউস্টদের তৈরী রাজনৈতিক শক্তির জন্যেই।সমস্যা হচ্ছে এই কম্যুনিউস্টদের মধ্যেই আবার জন্ম হয়েছে কুখ্যাত স্টালিন, মাও এবং পলপটের মতন খুনীদের।ফলে ঘরপোড়া গরুর মতন নাস্তিকরা আর নিজেদের রাজনৈতিক বিন্যাস চাইছেন না। ফলত এরা রাষ্ট্রশক্তি থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছেন।এটা ক্ষতিকর দৃস্টিভংগী। নাস্তিকরা যদি রাজনৈতিক শক্তি সংগঠিত করতে না পারে-গরীবের মুখে ভাত জোটাতে না পারে-সমাজে সম্পদের সুষ্ঠ বন্ঠন করতে না পারে- বেঁচে থাকার জন্য শক্তিশালী জীবন দর্শনের সন্ধান না দিতে পারে-জনসাধারনের কাছে নাস্তিকরা তখন চিন্তাবিলাসী বাবুগোষ্ঠি।

নাস্তিকরা যদি রাজনৈতিক দিক দিয়ে সংগঠিত না হয়-আওয়ামী লিগ বা সিপি এম যেভাবে ধর্মের হাতে বিলিয়ে গেছে-তাই হবে। আজই শুনলাম সিপিএমের শ্রমিক সংগঠন ঘটা করে গণেশ পূজো করবে। তসলিমা ইস্যুতে পরিস্কার ছিল-বিমান বোস বলেই দিয়েছিলেন মুসলমানরা না চাইলে তসলিমা এখানে থাকবে না! প্রথম আলোর সম্পাদক কেন মোল্লাদের পা ধোবেন না? মোল্লারা ওকে আক্রমন করলে নাস্তিকদের কোন দল বাঁচাবে? সেই শক্তি আছে তাদের? বেঁচে থাকার জন্য জৈবধর্ম বড় ধর্ম বাবা৷এই ধর্ম নাস্তিকতা-আস্তিকতার অনেক ওপরে। বাঙ্গালিদের মধ্যে হাতে গোনা মাত্র কয়েকজন নাস্তিক। তাও বয়স্ক। নতুনদের মধ্যে সবার ভগবানে অগাধ বিশ্বাস। তসলিমা আশ্চর্য্য হয়েছেন। আমি হই নি। আমার চাকরি বাকরি করে কিছুটা সময় বাঁচে-সত্যের সন্ধান করি। তাই নাস্তিক। কারন নাস্তিক না হয়ে সত্যের সন্ধান অসম্ভব। সত্যের বৈজ্ঞানিক রূপ হচ্ছে দুই বিপরীত বস্তুবাদি ধারণার দ্বন্দ। যা আদিতে দ্বান্দিক বস্তুবাদ নামে খ্যাত ছিল। পপারের হাতে পরে সেটাকে হাইপোথেসিস এবং নাল হাইপোথেসিস (প্রকল্প এবং বিরুদ্ধ প্রকল্প)বলে এখন। ধর্মীয় সত্য পরম বলে ধরা হয়-সেখানে বিরোধিতার স্থান নেই।সত্যের পক্ষে একগাদা প্রমান যোগার করা হয়। ফলে ধর্মীয় সত্য হচ্ছে আলোকিত পথে যাওয়ার প্রতিশ্রুতিতে বেড়িয়ে অন্ধকুপে ডুবমারা। কারন ফলসিফিকেশন ছাড়া সত্যে পৌছানো অসম্ভব।এই ভাবেই ধর্মীয় সত্যের বদলে কিছু জগদ্দল পাথর সমাজের ঘাড়ে চেপে আছে।

সমস্যা হচ্ছে নাস্তিকতার এই মহাসত্যের সন্ধান পেয়ে একজন চাষীর কি ভাল ফসল হবে না দুটো ভাত জুটবে? সিলেটে শুনলাম সরকারী শিক্ষকদের ফ্যামিলি একবেলা খেয়ে থাকছে-চালের এতদাম বাংলাদেশে।সরকারি কর্মচারীদের যদি এই হাল হয়-অন্যদের কথা ভেবে আঁতকে উঠছি। এত এত সত্যানুসন্ধানে লাভ কি হইবে যদি প্যাটে ভাতের বদলে পানি থাকে? এদের আস্তিকতা, নাস্তিকতায় কি যায় আসে?নিজের জৈবিক অস্তিত্বই যখন বিপন্ন।আদর্শ যাই হোক

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

না কেন, সমাজ এবং মানুষের কাজে না আসলে, সেই আদর্শ ক্রমশ পিছু হঠবে। এবং মানুষের কাজে আসতে গেলে রাজনৈতিক শক্তি দখল করা ছাড়া উপায় নেই। নাস্তিকরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট থিংকিং এর গাঁজায় টান মেরে রাজনৈতিক ভাবে সংগঠিত না হলে কি হবে-ধর্মীয় শক্তি মোটেও বসে নেই। ধর্মীয় শক্তি নিজেদের ব্যাবসা টিকিয়ে রাখার জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করবে। বিজেপি, জামাত সেটাই করছে। এবং ক্ষমতাই এলে এরা ধর্মবিরোধী শক্তিকে খুন করবেই। ব্যাবসায় উপদ্রব কে আর সহ্য করে। যেটা ইরাণে আমরা দেখেছি। ধর্মে খুন করতে বলে-তবে সেই কারনে ইরাণের মোল্লারা মৃত্যু ফতেয়া দেন না। দেন নিজেদের ধর্ম-ব্যাবসা টেকানোর জন্যে।

আসলে সামাজিক কারনেই মানুষ নাস্তিক হয়। ধর্মীয় সমাজের অত্যাচারে তসলিমা নাস্তিক হয়েছেন। উনি ধর্মে কোন গুনই দেখেন না। বাকী বাংলাদেশী নাস্তিকরা অধিকাংশ ই বাংলাদেশের ওপর ধর্মের কুফল দেখেই নাস্তিক হয়েছেন। নন্দিনী ও নিশ্চয় নিজের জীবনে ধর্মের বিষবাস্প থেকেই তার মতাদর্শ ঠিক করেছেন।আমার সে অর্থে নাস্তিক হওয়ার কোন সামাজিক কারণ নেই। বরং ধার্মিক সন্নাস্যীদের কাছে আমি ব্যাক্তিগত ভাবে ঋণী। ওরা স্বার্থত্যাগ করে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের মতন একটা বিদ্যায়তন না চালালে, মফঃশহর থেকে আমি আই আই টিতে পড়তে পারতাম না। তাই নাস্তিক হয়েও আমি ধর্মের প্রতি অতটা বীতশ্রদ্ধ নই। আমার নাস্তিকতা সত্যানুসন্ধানের জন্য। যে প্রশ্ন আমাকে বার বার ভাবিয়ে থাকে-যে লোকটা দিনে এক ডলারের কম উপায় করে-বছরে একশো দিন কাজ নেই-একবেলা লংকা দিয়ে ভাত খায়-তার কাছে এই সত্যানুসন্ধানের মূল্য কি? ধর্মীয় দেশগুলো গরীব। সমাজবিজ্ঞানে অনেক গবেষনা আছে যাতে এটা নিশ্চিত ভাবে প্রমানিত ধার্মিক ব্যাক্তি এবং ধার্মিক সমাজ-সম্পদ সৃষ্টির অন্তরায়। দারিদ্র্য এবং ধর্মের মধ্যে নিবিড় সম্মন্ধ প্রশ্নাতীত ভাবে প্রমানিত।কিন্তু বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজের গঠণ কি ভাবে সম্ভব? লেনিন-স্টালিন-মাও বলপূর্বক বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নরমেধ যজ্ঞ করেছেন। সেই সমাজ এবং রাষ্ট্র টেকেও নি। তাহলে রাষ্ট্রযন্ত্রে বিজ্ঞানকে ঢোকানোর জন্যে সবাইকে কি নাস্তিক হতে হবে? আমার মনে হয় না ব্যাক্তিগত বিশ্বাসে কিছু যায় আসে। মানুষ ধর্ম, বিজ্ঞান, রাজনীতির প্রাথমিক পাঠ নিলেই বুঝতে পারবে ধর্মভিত্তিক সমাজ আসলেই কিছু ধর্মব্যাবসায়ীদের খোয়াব। আধুনিক রাষ্ট্র গঠনে বিজ্ঞানের বিকল্প নেই। সমাজবিজ্ঞান এবং নৃতত্ত্ববিদ্যার গবেষনার ভিত্তিতেই রাষ্ট্রের আইন তৈরী হবে। আল্লা বা ঈশ্বরের আইনের নামে মধ্যযুগীয় সমাজব্যাবস্থায় ফিরে যাওয়া রাষ্ট্র নামক ধারণার আত্মহত্যা।

ভারত, বাংলাদেশ এবং পাকিস্থানের মধ্যে ভারত ই একমাত্র গণতন্ত্রকে টেকাতে পেরেছে এবং শক্তিশালী অর্থনীতির জন্ম দিতে পেরেছে- কারন ধর্মনিরেপক্ষ আইন। খোঁড়া, তবুও হাঁটে। তাতেই পাকিস্থান আর বাংলাদেশের সাথে অনেকটাই পার্থক্য এখন। যদিও তুলনাটা ন্যাংটো বনাম নেংটী পরিহিত ফকিরের-ভারতের অর্থনীতি অপ্রতিরোধ্য গতিতে আগুয়ান। গত বছর গুজরাতের নির্বাচনে মোদি কিন্ত ধর্মকে ব্যাবহার করে নি- উন্নয়নকে হাতিয়ার করে জিতে গেছে। এবারে লোকসভাতেও বিজেপি হিন্দুত্বের বদলে উন্নয়নকেই কাজে লাগাতে চাইছে।কারন ভারতীয়রা বুঝে গেছে ধর্মের মাদকে অর্থনীতির জোয়ার আসে না-তার জন্যে চাই উন্নত

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

মানের শিক্ষাব্যাবস্থা এবং পরিকাঠামো। ভারতীয় মুসলিমরাও পাকিস্থান এবং বাংলাদেশ নিয়ে নেতিবাচক-ধর্মনিরেপেক্ষ রাষ্ট্রে থেকে তারাও বুঝেছে বাংলাদেশ এবং পাকিস্থানে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন ঐতিহাসিক ভুল। দুর্ভাগ্য পাকিস্থান এবং বাংলাদেশ এখনো গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতেই হোঁচট খাচ্ছে -কারন রাষ্ট্রের ভিত্তিটাই ঠিক নেই। ধর্মকে রাষ্ট্ররাজনীতি থেকে নির্মূল না করলে এই দুটি রাষ্ট্রের ভবিষ্যত নিয়ে আমি আশান্বিত নই।

(২)

ওরা আস্তিক-আমি নাস্তিক এই ব্যাপারটাই আমি বিশ্বাস করি না। কারন আমরা সবাই জৈবিক মানুষ-আমরা সবাই চাই আমাদের সন্তানরা থাকুক দুধে ভাতে। মৃত্যুই আমাদের জীবনে পরম সত্য। মৃত্যুশয্যায় সবাই নিজেকে জিজ্ঞেস করে-এই যে পৃথিবীর রংগমঞ্চে এতদিন অভিনয় করে কাটালাম-নিজের রোলটা ঠিকঠাক অভিনয় করেছি কি? ছেলে-মেয়ে-নাতি-নাতনির মধ্যে নিজের 'জেনেটিক তথ্যসত্বা' বেঁচে আছে দেখলে সবাই নিশ্চয় হাঁসিমুখেই শেষনিশ্বাস ত্যাগ করে। সেখানে কে হিন্দু ? কে মুসলমান? কে নাস্তিক ? সবাই একটা জেনেটিক সত্বা।

তাহলে হিন্দু মুসলমানে এত বিভেদ কেন? আধ্যাত্মিকতার একদম উচ্চস্তরে হিন্দু এবং ইসলাম ধর্মে কোন পার্থক্য নেই৷ বিজ্ঞানের সাথেও ধর্মের পার্থক্য সেখানে বিলুপ্ত৷ আধ্যাত্মিকতার উচ্চতম সোপান হল-আত্মসত্বার অনুসন্ধানের মাধ্যমে বিশ্বসত্বায় বিলীন হওয়া। আত্মঅহংকার পরমপিতার কাছে আত্মসমর্পন৷ এবং তারপর বিশ্বস্ত্বাকে নিজের সত্বায় অনুভব করা।জালাউদ্দিন রুমি, কবীর, লালন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল বারবার এটাই বলেছেন। বিজ্ঞান দিয়ে এই অনুভুতি আসে না? আকাশের দিকে তাকিয়ে আমরা কি দেখতে পায় না এই মহাবিশ্ব কত বড়? স্থান এবং কালের এক ক্ষূদ্রাতিক্ষুদ্র অস্তিত্ব হচ্ছে 'আমি' । মহাবিশ্বের স্থান এবং কালের বিশালতার দিকে তাকালেইতো 'আমি' এই অহংবোধ শুন্য থেকে শুন্যতর হয়।'আমি' সত্বার আত্মসমর্পন হয় মহাবিশ্বের মহান সত্বায়। সেটাই ইসলাম-আ-সালাম। ব্যাক্তি সত্বার আত্মসমর্পন পরমপিতার কাছে৷ সেটাই হিন্দুধর্ম-অহম ব্রহ্মন-ব্রহ্মান্ড সত্বার সাথে আত্মসত্তার মেলবন্ধন। মহাবিশ্বের বিজ্ঞানসাধনাতেও সেই একই উপলব্ধি।

তাহলে ধর্মে আর বিজ্ঞানে এত বিরোধ কেন?

ঈশ্বরের মাফিয়াসুলভ শাসক রূপটা সমাজ এবং রাষ্ট্র গঠনে লাগে। আধ্যাত্মিকতায় লাগে না। আর এই মাফিয়াসুলভ রূপটা থেকেই ধর্ম,সাম্প্রদায়িকতা এবং রাজনীতির ব্যাবসা শুরু।ইসলামে যারা আধ্যাত্মগুরু হিসাবে এসেছেন-সেই রাবিয়া আল আদাওইয়া বা জালালুদ্দিন রুমি, কারুর লেখাতেই আল্লার মাফিয়া শাসনের রূপ পাবেন না। সেখানে আল্লা প্রেমিক। বৈষ্ণব ধর্মে যেমন কৃষ্ণ শত্রূ দমন করেন না। ভক্ত তাকে ভালোবাসার মাধ্যমে উপলব্ধি করতে চাই। জালালুদ্দিনের কবিতাও ঠিক এক ই রকম বৈষ্ণবগীতি। বিবেকানন্দ ও বলেছেন শাসক এবং সৃষ্টিকর্তা রূপে ঈশ্বরের আরাধনা ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা৷ বিশ্বের সমস্ত আধ্যাত্মগুরুদের লেখা এবং

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

দর্শনে এই ভাবনার প্রতিচ্ছবি। আধ্যাত্মিকতার উচ্চতম ধাপে ঈশ্বর/আল্লা টেকেন প্রেমিক হিসাবে-শাসক হিসাবে নয়। ঈশ্বর/আল্লাকে ভয় পেলে তার কাছে পৌঁছব কিভাবে? প্রেমিককে কেও ভয় পায় নাকি? জালালুদ্দিন থেকে সমস্ত বৈষ্ণব পদকর্ত্তাই বলছেন ঈশ্বর প্রেম হবে অবৈধ প্রেমের গভীরতায়--অবৈধ প্রেমই সাচ্চা প্রেম-কারন স্বামী-স্ত্রীর প্রেমে থাকে কর্তব্য। তাই পরকীয়া প্রেমের যে গভীরতা, সেই গভীরতারই সাধনা করেন আধ্যাত্মিক গুরুরা। শাসক , আইন প্রদানকারী আল্লা/ঈশ্বরের সাধনা আধ্যাত্মিকতার বিরুদ্ধ পথ।

"হে আল্লা,
আমি যদি তোমায় নরকের ভয়ে উপাসনা করি,
আমাকে নরকের আগুনে নিক্ষেপ কর—
যদি স্বর্গলাভের জন্য তোমার নাম জপি
তবে স্বর্গদ্বার আমার জন্য রুদ্ধ কর—
শুধু তোমাকে, তোমাকে পাওয়ার জন্যে জন্য যখন আমার মন ব্যাকুল হয়
তোমার করুণাঘন সৌন্দর্য্য থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না"

-রাবিয়া আডাওইয়া (৭৬০ সাল){ সুফী এবং বৈষ্ণব সাধনায় ঈশ্বরের শাসক এবং শাস্তিদান কারী রূপকে বর্জন করা হয়}

কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক ঈশ্বরকে শাসক হিসাবে দেখে এবং আধ্যাত্মিক ধর্মের ধারে কাছ দিয়ে যায় না। তাদের কাছে ধর্ম প্রায় সবটাই সামাজিক পরিচিতি আর কিছুটা মানসিক শান্তির খোঁজ। বিজেপির অধিকাংশ হিন্দুনেতার চরিত্র আদর্শ হিন্দু চরিত্র নয়। নিহত বিজেপি নেতা প্রমোদ মহাজনের অত্যাধিক নারী এবং পানাসক্তি নিশ্চয় কোন হিন্দুধর্মেই বলে না। বি এন পি রাজপুত্র তারেক জিয়া বা কোকো-এক চুড়ান্ত মাদকাসক্ত চরিত্র। ইসলাম তীব্র ভাবেই মাদকবিরোধি। তাহলে ইসলামের ধুয়ো তুলে এই মাদকাসক্ত চরিত্রগুলো কিভাবে ভোট পায়? বা সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকে কোকো তারেকদের মতন নেশাখোরদের ইসলামের প্রতিনিধি বলে মানে কেন?

কারন একটাই। ধর্মের আধ্যাত্মিক রূপটা প্রায় কেওই নিতে চাই না। কারন তা জৈবিক জীবন সংগ্রামে বেঁচে থাকতে খুব একটা বেশী সাহায্য করে না। ফলে অধিকাংশ লোকের কাছে ধর্ম বলতে একটা সামাজিক পরিচিতি-আর সেই পরিচিতির বেলুনে হাওয়া দিয়ে, নিজের আত্মসন্মান, সামাজিক সন্মান বাড়ানোর চেস্টা। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে বিজেপি বা বি এন পির যাবতীয় আন্দোলন এই 'পরিচিতি' নিয়ে। ভাগবদ গীতায় কৃষ্ণ বলছেন-মানুষ মূর্তিপুজো করে বস্তুবাদি লোভ থেকে (৭-২০/৭-২১)। মূর্তিপূজা এবং বহুঈশ্বরবাদের বিরুদ্ধে গীতা এবং কোরানের ভাষা একই রকম কঠোর। কোন হিন্দু নেতা, কোন হিন্দুধর্মপ্রচারকের একথা বলার সাহস আছে? তাহলে ব্যাবসাটাইতো উঠে যাবে! সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে একেশ্বরবাদি, মূর্তিপূজা বিরোধি মুসলমানরা গীতা যতটা অনুসরন করছেন, মূর্তিপুজায় বিশ্বাসী হিন্দুরা গীতার ধর্মের ধারে কাছেও নেই! কোন হিন্দু নেতার সাহস আছে এ কথা বলার? তার চেয়ে বরং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ালেই রাজনৈতিক মসনদ নিশ্চিত-কারন তাতে আমরা হিন্দু এই পরিচিতির জিগির তোলা সহজ। বি এন পির কথা ভাবুন। বা জামাতের কথা ভাবুন।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

এদের কোন নেতা কখনো বলেছে তাদের রাজপুত্রদের মাদকপ্রেম বা নেতাদের চৌর্য্যবৃত্তি ইসলামের ১৮০ ডিগ্রী বিরুদ্ধে? কেন বলবে? তারাতো ব্যাবসায়ী। আধ্যাত্মিকতা বেচে ধর্মব্যাবসা সম্ভব না। ধর্ম যখন সামাজিক পরিচিতির রূপ নেয়-তখন ই ব্যাবসাটা সম্ভব। কারন সামাজিক পরিচিতির একটা বিশেষ প্রয়োজন হচ্ছে অন্যধর্মের বিরুদ্ধে ঘৃণা করা। বিজেপি, বি এন পি এবং জামাতের ব্যাবসাটা ঘৃণার ব্যাবসা।

আরো একটা বড় উদাহরণ দিচ্ছি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করে নি কোন মুসলিম দেশ। পাকিস্থানি সেনাবাহিনীর বাঙ্গালীদের ওপর খুন ধর্ষনের ঘটনা প্রতিটা পাশ্চাত্যের দেশে ছেপেছে। ইউরোপ, আমেরিকায় পাকি বাহিনীর নৃশংসতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়েছে। মুসলিমদেশগুলো তখন বাংলাদেশের মানুষের পাশে দাঁড়ায় নি। কেন? মুসলমান বলে না-মানুষ হিসাবেও বাংলাদেশের গণহত্যার প্রতিবাদ করতে পারত অন্যদেশের মুসলমানরা! করেনি! পাকিসেনারা যে হারে বাংলাদেশী মুসলিমদের খুন এবং ধর্ষন করেছে সেটাত তীব্র ভাবেই ইসলাম বিরোধী। তাহলে মুসলিমদেশগুলি এবং তাদের ধর্মপ্রান জনগণ কেন পাকিস্থানের ইসলাম বিরোধি নরমেধ যজ্ঞ সমর্থন করে সেই সময়? ইসলামের আধ্যাত্মিক গুনাবলিতে সমৃদ্ধ হলে মানুষ হিসাবেও অন্য মুসলিম দেশগুলি থেকে আমরা প্রতিবাদ দেখতাম। তেমনটা কেও দেখে নি। কারন ইসলামের সামাজিক রাজনৈতিক পরিচিতিটাই অধিকাংশ মুসলমানের জীবনে আসল ক্ষীর। মুঘল সম্রাজ্যের দিকে তাকালেও এই একই ইতিহাস। আকবর বাস্তবতা অনুসরণ করেই মহান হয়েছেন- আরংজেব ইসলাম মানতে গিয়ে হিন্দু-শিখ গণহত্যা করেছেন এবং মুঘল সাম্রাজ্য ধ্বংশ হয়েছে। ইসলাম যেখানেই রাজনীতিতে প্রবেশের চেষ্টা করেছে-সেখানে শুধুই রক্তপাত আর নৃশংসতা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ইসলামীয় রাজনীতির অনেক কুকীর্তির একটি নমুনা। রাজনৈতিক ইসলাম প্রাণোদিত সুদান, উগান্ডার গণহত্যা বাংলাদেশের গণহত্যার চেয়ে কম নারকীয় নয়।

ব্যাক্তিগত ভাবে ইসলামে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেকেই চরিত্রের মহত্তম গুনগুলি রপ্ত করেছেন।আমার দেখা সেরা মানুষদের তালিকায় প্রায় সকলেই মুসলিম। কিন্তু রাষ্ট্র এবং রাজনীতিতে ইসলাম যখন প্রবেশ করেছে তখন ধর্মটার দফারফা হয়েছে-তালিবান থেকে সুদান- একই ইতিহাস। এবং যারা রাজনৈতিক ইসলাম চান, তাদের আধ্যাত্মিক ইসলামে কোন মতি নেই, জ্ঞান ও নেই। ইসলাম অনুসরণ করে মহত্তম গুন গুলি রপ্ত করা এদের উদ্দেশ্য নয় — এরা মৃত্যু ব্যাবসায়ী-কারন তা নহলে এত বড় বড় নৃশংস গণহত্যা কোন সুস্থ মানুষ করতে পারে না। এবং যেহেতু অধিকাংশ মুসলমান ইসলামটাকে নিজের সামাজিক পরিচয় হিসাবেই জাহির করে-আধ্যাত্মিকতার ধারে কাছ দিয়ে যায় না-এদের নিয়ে রাজনীতির ব্যাবসা করাও সহজ। কোকোর কোকেন সেবনে কি যায় আসে? হিন্দু ভারতের বিরুদ্ধে দুটো ডায়ালগ মারলেই সে সাচ্চা ইমানদার মুসলিম। ইসলামের জিগির তুলে রাজনীতি করা এত সহজ-আমেরিকা, ভারত, বাংলাদেশের লোকে তাই করছে। বেশ মজার সার্কাস-ইসলাম বিপ্ন্ন, ইসলামের ওপর আক্রমন-এমন কিছু বললেই হল-টিং টং করে পুতুলের মতন নাচবে। বিড়াল মহম্মদ ইস্যুতে আমরা সেটাই দেখলাম। এরা নাচবে-আর লাভের ডলার গুনবে অস্ত্রব্যাবসায়ীরা। আধ্যাত্মিক ইসলামের পথ হারিয়ে মুসলমানদের এই হাল।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

হিন্দু ধর্মের আবার রাজনৈতিক অস্তিত্বই ছিল না দুশো বছর আগে। হাজার হাজার ধর্ম, দর্শন এবং প্রথার সমস্টি হিন্দু ধর্ম-যা আদিতে সনাতন ধর্ম নামে পরিচিত ছিল। উনবিংশ শতাব্দিতে হিন্দুধর্মের হাল এত খারাপ ছিল, রাজা রামমোহন রায় ধরেই নিয়েছিলেন বৃটিশ শাসনে গোটা ভারতবর্ষ খৃষ্ঠান ধর্মের দিক্ষিত হবে। সেরকম কিছু হয় নি-হিন্দুধর্ম প্রবল ভাবেই বেঁচে গেছে-কারন এর সমৃদ্ধ ইতিহাস এবং দর্শন। পাশ্চাত্যের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বিবেকানন্দ এবং দয়ানন্দ সরস্বতী সনাতন ধর্মের জগদ্দল পাথর হটিয়ে আধুনিক হিন্দুধর্মের পথ সুগম করেন। রাজনৈতিক হিন্দুধর্মের সূত্রপাত বঙ্কিমের হিন্দুজাতিয়তাবাদি রচনা থেকে। কালক্রমে রবীন্দ্রনাথ, বাল গঙ্গাধর তিলক, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস এবং আপামর বিপ্লবীরা যোগ দিয়েছেন। এদের ধারনায় রাজনৈতিক হিন্দুধর্ম গীতার রাজনৈতিক ভাষ্যের ওপর নির্ভর করে ভারতবর্ষের স্বরাজ। পরবর্ত্তী কালে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ক্রমশ সমাজতন্ত্রী রূপ নেয়-যার নেতৃত্বে ছিলেন পন্ডিত নেহেরু। ১৯৫০ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক চিন্তার প্রাবল্যে-রাজনৈতিক হিন্দুধর্মের প্রতিভূ জনসংঘ ইঁদুরের মতন লুকিয়ে ছিল। ১৯৮৪ সালে বিজেপি মোটে ২ টি আসন পায়। নাস্তিক নেহেরুর নাতি রাজীব গান্ধী ছিলেন অদূরদর্শী ধর্মভীরু-এবং শাহবানু মামলায় সুপ্রীম কোর্ট যখন তিন তালাকের শরিয়া আইনকে বাতিল করে- রাজীব গান্ধী মোল্লাদের খূশি করতে গিয়ে সংবিধান পরিবর্তন করে মুসলিমদের জন্য শরিয়া আইন নিশ্চিত করেন। ফলে বিজেপি প্রমান করতে সক্ষম হয় কংগ্রেস মোটেও ধর্মনিরেপেক্ষ নয়-বরং তারা প্রবল ভাবেই ইসলামপন্থী। এই ভাবে এক ইসলাম বিরোধি রাজনৈতিক হিন্দুত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৮৯ সালে বিজেপি পেল ৮৪ টা আসন-২ থেকে ৮৪। রাজনৈতিক হিন্দুধর্মের একমাত্র সংজ্ঞা দাঁড়াল ইসলাম এবং মুসলিম বিদ্বেশ। ২০০২ সালে ঘটল নারকীয় গুজরাট-মুসলমান গণহত্যা। ২০০৪ সালে বিজেপি হেরে যায়-কারন গুজরাট বাদে ভারতের অন্যকোন রাজ্য ধর্মের নামে এই গণহত্যা মেনে নিতে পারে নি। পরবর্ত্তী কালে বিজেপি উগ্রহিনদুত্বে ক্ষমতা দখল আর হবে না-সেটা বোঝে। নরেন্দ্র মোদি ইদানিং শুধু উন্নয়নের কথাই বলেন। এবারে নির্বাচনে হিন্দুত্বের পথে তারা নেই-কারন শুধু উন্নয়ন দেখিয়েই তারা ১১টা রাজ্য দখল করেছে। তাই আপাতত ওই তাস দরকার নেই। রাজনৈতিক হিন্দুধর্মের কোন ভবিষ্যত আছে বলে আমি দেখছি না। যেটা ছিল সেটা ব্যাবসা । এখন ওই প্রোডাক্টে কাটতি নেই-ভারতীয়রা ভাল খানা-পিনার স্বাদ পেয়েছে। এতেব এখন উন্নয়নের রাজনীতিতেই জিততে হবে। যেটুকু আছে সেটা সন্ত্রাসবাদি বোম্বিং এর দরুন ইসলাম এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে পালটা মৌলবাদ।

হিন্দুজাতিয়তাবাদি নেতাদের হিন্দুধর্মের জ্ঞান খুবই কম। এদের অনেকেরই আমি সাক্ষাতকার নিয়েছি। নেতাদের অনেকেই বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে হিন্দুধর্মের অবস্থান কি –তাই নিয়ে আমার কাছে মতামত চান। কাজটা জটিল-কারন হিন্দু দর্শনের ছটি শাখার সবকটি একেকটি স্বাধীন ধর্ম। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হচ্ছে ধর্মশাস্ত্রে উত্তর না খুঁজে নৃতত্ত্ববিদ্যা এবং সমাজবিজ্ঞানে উত্তরের সন্ধান শ্রেষ্ঠতম পথ।

আমি সবাইকে সেটাই অনুরোধ করি। সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় আইন কি হবে তা সমাজবিজ্ঞানীদের হাতেই ছেড়ে দিন। আল্লা বা ঈশ্বরের আইন শ্রেফ মধ্যযুগে রাষ্ট্রগঠনের জন্য আনা আইন-তা বর্তমান রাষ্ট্রে ঢোকাতে গেলে সর্বনাশ হবে। খাদ্যের ব্যাপক সংকট, গ্লোবাল ওয়ার্মিং, তেলের উচ্চমুল্য-সব কিছু মিলিয়ে দক্ষিন এশিয়া ক্রান্তিকালের সম্মুখীন। এই সব

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

সমস্যার সমাধানে বিজ্ঞানীদের কাছে না ছুটে যদি ধর্মীয় হুজুরদের কাছে রাষ্ট্র নতজানু হয়, তবে সেই রাষ্ট্র ধ্বংশ হবে। ধর্মকে আধ্যাত্মিক জীবনেই সীমাবদ্ধ রাখুন। সেটা ধর্ম এবং রাষ্ট্র উভয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ সমাধান।

মেরীল্যান্ড থেকে লস এঞ্জেলেসে বিমানযাত্রায়
৭/১৬/২০০৮
আমার বাংলাব্লগ পেজঃ
http://biplabpal2000.googlepages.com/home

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com